সাসটেনেব্‌ল মাইনিং: এপিসোড ৩৩

(হাওড়া-রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস ধানবাদ ছাড়িয়েছে। কামরা বেশ জমজমাট, সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। সুসজ্জিত অ্যাটেনডেন্টরা ব্রেকফাস্টের পর স্যুপ দিয়ে গেছে। তিন বন্ধু চলেছে রাঁচি। একটা দুইজনের সিটে পাশাপাশি দুজন বসেছে, ওপাশের একটা সিটে আরেকজন এবং তার পাশে হালকা সবুজ স্ট্র্যাপড জামা পরা এক সুবেশী তরুণ)

অভিজিৎ।। ধুর ধুর, এইজন্য এসিতে যেতে নেই! সবাই কেমন ঢুলুঢুলু, ল্যাদ খেয়ে লাট হয়ে গেছে! তোদের এই বড়লোকি চালের জন্য মাইরি বসে বসে হেজে গেলাম!

কুণাল।। অ্যাই, অ্যাই, একদম বাজে কথা বলবি না! ইন্টারসিটি রাত সাড়ে দশটা বাজাবে বলে নাকিকান্না কে জুড়েছিল?

অভিজিৎ।। আরে রাতবিরেতে রাঁচি পৌঁছলে সেটা কি ভাল দেখাবে? লোকজন সোজা পাগলাগারদে চালান করে দিতে পারে। কিন্তু এই এসিতে সবাই মড়ার মত ঘুমোচ্ছে—দেখে অবধি গা জ্বলে গেল!

রাজীব।। *(ঢুলুঢুলু চোখে)* এমন করে বলছে যেন নন এসি হলে এখানে ফুটবল খেলা হত!

অভিজিৎ।। তুই থাম! তুই জানিস ট্রেনটা এখন কোথায়? সেই তো সাতসকালে ওঠা অবধি তুই হেলে পড়েছিস, এখনও সিধে হতে পারলি না! বাইরে কি আছে কিছু দেখেছিস?

রাজীব।। *(হাই তুলে)* দেখে কি হবে? সেই তো এক ধানক্ষেত, মাঝেমধ্যে এটা ওটা বাড়ি, ফাঁকা মাঠ... রেলজার্নিতে লোকে চিরকাল ধরে যা দেখে আসছে!

কুণাল।। ধানবাদ পেরিয়ে গেছে ব্রাদার! ধানক্ষেত এখানে কোথায় পেলি তুই? দ্যাখ, কিরকম জঙ্গুলে জায়গা, আগাছায় ভরা, ফাঁকা ফাঁকা মেঠো জমি—বেঙ্গলের থেকে পুরো আলাদা!

অভিজিৎ।। ঝাড়খণ্ড মানে একটা জঙ্গুলে ব্যাপার থাকবেই। এই যে যাচ্ছি, রাঁচি নেতারহাট, আগে এই পুরো এরিয়াটাই জংলা ছিল। রাঁচির সেই বিখ্যাত হুড্রু ফলস—এখন নাকি সেটাও শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা, এইটা কি কোনও ফরেস্ট? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে। দ্যাখ, দূরে একটা ঘন জঙ্গলের মত দেখা যাচ্ছে... তার পাশে একটা টিলা...

(এই সময় সাদা জামা সাদা ট্রাউজারের ওপর কালো ব্লেজার চাপিয়ে টিটিইর প্রবেশ)

টিটিই।। দেখি, আপনাদের টিকিট...

কুণাল।। *(স্বগত)* এই নিয়ে তিনবার হল! শতাব্দীতে কি কেউ উইদাউট টিকিট ট্র্যাভেল করে?

অভিজিৎ।। *(কুণালকে থামিয়ে)* এই যে স্যার! আচ্ছা, বলছি যে এটা কি কোনও ফরেস্ট এরিয়া?

টিটিই।। *(টিকিট দেখতে দেখতে)* হুম? না, এটা ফরেস্ট নয়। এটা পুরো মাইন এরিয়া! চন্দ্রপুরা অবধি এরকমই চলবে।

অভিজিৎ।। মাইন? কি মাইন?

রাজীব।। *(উদাসভাবে)* ঝাড়খণ্ডে কোল ছাড়া আর কি মাইন থাকবে ভাই? হীরে জহরত?

অভিজিৎ।। *(বিরক্ত)* আহ, ফোড়ন কাটা ছাড়া লাইফে তো আরও অনেক কিছু করার আছে! *(টিটিইকে)* বাই দ্য ওয়ে, স্যার, এগুলো কোল মাইন? মানে নিচে কয়লা আছে? মানে এখন এই ফাঁকা জমির নিচে লোকেরা কাজ করছে?

রাজীব।। *(জানালার দিকে ফিরে)* না, আকাশে করছে, এখুনি প্যারাশ্যুটে করে নামবে!

কুণাল।। *(খুক খুক কেশে)* আহা... জানতেই দে না...

টিটিই।। *(হেসে)* না, তোমরা ভুল করছ। এখন এখানে কোনও কাজ হচ্ছে না। ইনফ্যাক্ট, এই এলাকাটা বহুকাল আগে অ্যাক্টিভ মাইন ছিল, এখন খনিগুলো সব পরিত্যক্ত। যা কয়লা ছিল, তুলে নিয়েছে। এখন এই এরিয়া পুরোপুরি জনশূন্য।

কুণাল।। জনশূন্য? কেউ থাকেও না?

টিটিই।। থাকে হয়ত, ছোটোখাটো কিছু বাড়িটাড়ি আছে। নয়ত এমনিতে একেবারে জনশূন্য। মাইন এরিয়া খুব সমস্যার হয়।

অভিজিৎ।। আচ্ছা, আমরা তাহলে এখানে কোথাও নেমে একদিন থেকে যেতে পারি না? মানে ধরুন, একদিন থাকলাম, ফাঁকা মাইন একটু ঘুরেটুরে দেখলাম...

টিটিই।। *(হেসে)* মাইন কি এইভাবে নেমেই দেখা যায়? মাটির অনেক নিচে মাইন, লিফটে করে নামতে হয়। মাটির অনেকটা নিচে কয়লার স্তর, সেখানে শ্রমিকরা নেমে কাজ করে। পাবলিকের কাছে এটা রেস্ট্রিকটেড এরিয়া, সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউই সেসব দেখতে পারে না।

অভিজিৎ।। এমনি নেমে একদিন থাকা যায় না? চারদিকটা যতখানি অ্যালাউড, ততখানিই একটু ঘুরেটুরে দেখলাম। কালকে তো এই সময়েই শতাব্দী যাবে, উঠে পড়ব। তিনটে টিকিটের ব্যবস্থা কি...

টিটিই।। তার বোধ হয় উপায় নেই। কারণ এই লাইনে এটাই শেষ ট্রেন! লাইনটা কাল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হবে! ট্রেনগুলো সব অন্য রুটে ঘুরপথে চালানো হবে।

অভিজিৎ, রাজীব, কুণাল।। *(সমস্বরে)* অ্যাঁ?? বন্ধ করে দেওয়া হবে? কেন?

টিটিই।। পরিত্যক্ত কয়লাখনি খুব ডেঞ্জারাস জায়গা ভাই। নিয়ম মেনে কাটা হয় না, অনেক সময় মারাত্মক আকার নিয়ে নেয়। মাটির তলায় নানা দাহ্য গ্যাস থাকে, কয়লা আর গ্যাস মিলে আগুন ধরে যায়। এখানে এই নিয়ে রেলের সেফটি কমিটি চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে। এই যে দেখছো, পুরো ফাঁকা এরিয়াটা, লোকজন নেই, জঙ্গুলে লালমাটির মেঠো এরিয়া... এই মুহূর্তে এই পুরো এরিয়াটার মাটির তলায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। যে কোনও মুহূর্তে পুরো এরিয়াটা ধস নেমে বসে যেতে পারে!

অভিজিৎ।। মানে?? বলেন কি? সিরিয়াসলি?

টিটিই।। আজ্ঞে। আমরা এই মুহূর্তে লিটেরালি একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর দিয়ে রান করছি। *(প্রস্থান)*

রাজীব।। *(স্বগত)* ইন্টারেস্টিং!

কুণাল।। যাক, ফাইনালি তোর কোনও কিছু ইন্টারেস্টিং লাগল!

অভিজিৎ।। হ্যাঁ, উনি তো সর্বজ্ঞ কিনা। সবই জানেন, কোনও কিছুই জানতে বাকি নেই। ভাব কুণাল, ভাব! এই পুরো এরিয়াটা, দেখে জাস্ট কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, এর তলায় নাকি আগুন জ্বলছে! যে কোনও মুহূর্তে ধস নেমে ট্রেনটা তলিয়ে যেতে পারে। মানে ভাব, আমরাও তার সঙ্গে একদম মাটির তলায়... যাকে বলে জ্যান্ত সমাধি...

রাজীব।। *(স্বগত)* হ্যাঁ, জুল ভার্ন আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে নেমেছিলেন, আমাদের অভিজিৎ কয়লাখনির মুখ দিয়ে নামবে!

অভিজিৎ।। প্যাঁক না মেরে জানিস না যেটা স্বীকার কর! আমি তো ভাবছি রাঁচি গিয়ে এই নিয়ে একটু খবরাখবর নেব। এই এলাকার লোকজন তাহলে যাবে কোথায়? আগুন লাগল কেন? সরকারের নজরে আসেনি?

(শতাব্দী এক্সপ্রেস প্রায় ঝড়ের বেগে ছুটছে। ভারতের সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেনের অন্যতম। এই সময় ওপাশে রাজীবের পাশের সিটে থাকা সুবেশী স্ট্র্যাপড জামা পরা তরুণটি মুচকি হেসে একটু গলা খাঁকারি দিলেন)

তরুণ।। আসলে তোমরা অবাক হচ্ছো, দেখে আমিও অবাক হচ্ছি। এগুলো তো কাগজে প্রায়ই বেরোয়। তোমরা কি রোজ সকালে নিউজপেপার পড়ো না?

অভিজিৎ।। *(একটু চুপসে গিয়ে)* না, মানে সেভাবে কাগজ তো পড়া হয়না... মানে আজকাল ওই ফেসবুকেই সব খবর...

তরুণ।। হ্যাঁ, ফেসবুক বা ট্যুইটারে এসব খবর খুবই ছড়ায়। মানে ওই যে—কি যেন বলে—ভাইরাল হয়! এটা একটা দীর্ঘকালের সমস্যা।

কুণাল।। কেন এরকম হয় বলুন তো? মানে আগুন যাতে না লাগে তার জন্য কোনও সেফটি মেজারস নেওয়া হয় না?

তরুণ।। আইন থাকলেই যে মানতে হবে, এমন কোনও কথা নেই তো ভায়া। এদেশে আইন আছে অনেক, ক'টা আইন মানা হয় বলো তো? এই যে দেখছো, এই বিস্তীর্ণ এরিয়া, এগুলোকে বলে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন। কয়লাখনি দুই প্রকার, ওপেন কাস্ট আর আন্ডারগ্রাউন্ড। ওপেন কাস্ট মাইন পাবে মধ্যপ্রদেশ বা ছত্তিসগড়ে, সিংগ্রাউলির দিকে। আর এদিকের এগুলো সব আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন এরিয়া। আন্ডারগ্রাউন্ড হচ্ছে প্রাচীন কয়লা খননের পদ্ধতি। এই যে মাইন দেখছো, আসানসোল, ঝরিয়া, গিরিডি, বোকারো, ধানবাদ—এগুলো সব ব্রিটিশ আমলের খনি। অনেক সময়েই নিয়ম মেনে কাটা হয় না, কয়লা কাটা হয়ে গেলে খাদানগুলো বালি দিয়ে বোজানো হয় না, সরকারের ধরে দেওয়া নিয়মের বাইরেও প্রচুর কোল-মাফিয়া থাকে যারা কয়লা চুরি করে—তাদের দাপটে বহু জায়গায় অবৈধভাবে কয়লা খোঁড়া হয়। ফলে মাটি ঝুরঝুরে হয়ে যায়, ধস নামে। আর মাটির নিচে বিষাক্ত মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস থাকলে আগুন ধরে যায়।

অভিজিৎ।। মানে তো রীতিমত ডেঞ্জারাস ব্যাপার!

তরুণ।। অবশ্যই। এইসব এরিয়াতে মাইনিং-এর দায়িত্বে আছে বিসিসিএল। এরা মাঝেমধ্যে গভীর রাতে ড্রোন ক্যামেরা উড়িয়ে দেখে, মাটির নানা গর্ত থেকে, ফাঁকফোকর থেকে ধিকি ধিকি করে বেরিয়ে আসছে আগুন!

কুণাল।। এটা কি সব রকম মাইনিং-এই হয়?

তরুণ।। দ্যাখো, কয়লা এখানে সবচেয়ে বেশি খোঁড়া হয়। এছাড়া লোহার খনি, তামার খনি, ম্যাঙ্গানিজের খনি, ডোলোমাইট খনি বা রিভারবেডে তেলের খনি, সবেতেই কমবেশি এটা হয়। এই ঝাড়খণ্ড বেল্টটা তো পুরোটাই মাইন এরিয়া। বোকারো, দুর্গাপুর, বার্নপুর, জামশেদপুর—এই সব শহরে রয়েছে বড় বড় স্টিল প্ল্যান্ট। ইস্পাত কারখানা। ভিলাইতে আছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় ইস্পাত কারখানা। সেখানে কয়লা লাগে, লোহার আকরিক লাগে, আরও নানা খনিজ লাগে। সাপ্লাইও সেরকম, উড়িষ্যার তালচের তো এশিয়ার সবচেয়ে বড় কয়লা ক্ষেত্র! তেলের প্রায় পুরোটাই আমদানি হয় বিদেশ থেকে, কিন্তু বাকি যা যা বললাম, সে সব খনিজে

ভারতই কিন্তু খুব সমৃদ্ধ। অভ্র তো ভারত এক্সপোর্টও করে। ফলে চাহিদা থাকলে সাপ্লাইয়ের বাড়াবাড়ি আর তার ফাঁক গলে অনিয়ম, সবই হয়।

অভিজিৎ।। অনিয়মে তো যে কোনও মুহূর্তে বহু লোকের প্রাণ যেতে পারে!

তরুণ।। নিশ্চয়ই পারে। এই যে ধরো না, কয়লা। এত বেশি খোঁড়া হয় যে, মাটির তলায় কয়লার স্তর ফাঁকা হবার পর আর সেটা ভরাট করা হয় না। মাটি বসে যায়। লোকের বাড়িঘর থাকলে তারাও তলিয়ে যায় মাটির তলায়। আগুন লেগে গেলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বসতি অঞ্চলে।

কুণাল।। আচ্ছা ওপেন কাস্ট মাইনে কি সেরকম ঝঞ্ঝাট নেই?

তরুণ।। সেও আছে বৈকি। ওপেন কাস্ট মাইন মানে বড় কোনও টিলা বা পাহাড় কেটে খোলাখুলিই কয়লা তোলা হয়। সেখানেও আকরিক কয়লা খোলা অঞ্চলে ডাঁই করে রাখা হয়, ছাই বা ধুলো ছড়ায়। ভয়াবহ বায়ুদূষণ হতে পারে। ধানবাদ বা চিত্তরঞ্জনের সাইডটায় গিয়ে দ্যাখো। সারা শহরে অবিরাম কালো ধুলো উড়ছে। কয়লার গুঁড়ো, ছাই—এইসব।

অভিজিৎ।। তাহলে তো ইমিডিয়েটলি কোনও সলিউশন দরকার!

তরুণ।। তোমরা "সাসটেনেবল মাইনিং" বলে কোনও কথা শুনেছো?

রাজীব।। সাসটেনেবল মাইনিং? মানে মাইনিং আবার সাসটেনেবল হয় নাকি? কি অদ্ভুত কন্ট্রাডিকশন!

অভিজিৎ।। হ্যাঁ, মানে রাজীব বেঁড়েপাকা হলেও কথাটা ঠিকই বলেছে। সাসটেনেবল মানে তো যা নিজে নিজেই অনন্তকাল ধরে চলতে পারে। স্থায়ী। কিন্তু মাইনিং মানেই তো মাটির তলার সঞ্চিত খনিজ তুলে নেওয়া। সেটা তো আজ না হোক, কাল ফুরোবেই। এটাকে সাসটেনেবল হবে কি করে?

তরুণ।। ঠিক বলেছো। সাসটেনেবল অর্থে এখানে পুরোপুরি স্থায়ী নয়। খনিজ সম্পদ যা আছে তা একদিন ফুরোবেই। একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব তেল ফুরিয়ে যাবে। কয়লার আয়ুও বেশিদিন নেই। কিন্তু এইসব খনিজ থেকে যা যা উন্নতি হচ্ছে, তার পাশাপাশি যদি এই লেভেলে ক্ষতিও হতে থাকে, তাহলে তো লাভ ক্ষতি কেটে গিয়ে জিরো হয়ে গেল! মানে যা এগোতে চাইলে, তার সঙ্গে পিছিয়েও গেলে, হাতে রইল পেনসিল। এমন ডেভেলপমেন্ট করে লাভ কী?

রাজীব।। হ্যাঁ, সেই তো। এদিকটা তো ভেবে দেখিনি!

অভিজিৎ।। *(উদাসভাবে)* ওদিকটাই বা কবে ভাবলি!

কুণাল।। আবার? না দাদা, আপনি বলুন তো। তাহলে আল্টিমেটলি এই সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট—না কি যেন, হ্যাঁ, সাসটেনেবল মাইনিং—এটার তাহলে মানেটা কী?

তরুণ।। মানে কিছুই না। আসল কথাটা হচ্ছে, রয়েসয়ে খাও। হাঁস রোজ একটা করে সোনার ডিম দেয়, সেটাই ভাল। অতি লোভ করতে গিয়ে হাঁসটাই কেটে ফেললে তখন তোমার কপালে লবডঙ্কা! তাই এমনভাবে খোঁড়াখুঁড়ি করা উচিত, যাতে প্রাকৃতিক ক্ষতিটা মিনিমাম হয়। যেমন ধরো, আন্ডারগ্রাউণ্ড খনি হলে পুরোটা খোঁড়া উচিত না, ওপরে বসতি বা রেললাইন থাকলে সেখানটা খোঁড়া উচিত না। জানো কি, দামোদর নদীর তলা দিয়েও এইভাবে কয়লা কাটতে কাটতে লম্বা সুড়ঙ্গ চলে গেছে। এইবার ভাবো, যদি দামোদরের তলাটা বসে যায়, ওই পুরো জলের তোড় কিন্তু সুড়ঙ্গ দিয়ে আশেপাশের পুরো এরিয়াই ভাসিয়ে দেবে, বর্ষায় ভাঙন দেখা দেবে! অন্যান্য খনির ক্ষেত্রেও খাটে। গোরুমহিষানি পাহাড়ে ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে, সেখানেও এইসব নিয়মকানুন মানা হয়। তাছাড়া ধরো, এই যে ওপেন কাস্ট খনি হলে খোলা জায়গায় আকরিক ডাঁই করা উচিত না। পলিউশন ছড়াবে। কিছু কিছু পাহাড়ে যদি জঙ্গল থাকে, তাহলে সবুজের স্বার্থে সেটাকে বাদ দেওয়া হোক। রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় বেরিয়েছে, ওড়িশার কোনও এক খনিজপূর্ণ পাহাড়ে আদিবাসীদের দেবতা

থাকে, এই বিশ্বাস আছে বলে এক সংস্থাকে পাহাড়টা কাটতে বারণ করা হয়েছে। এটা সেনসিটিভ ইস্যু, কিন্তু বড় প্রেক্ষিতে দ্যাখো, আখেরে লাভ প্রকৃতিরই।

কুণাল।। সে তো বটেই। প্রকৃতি মানে তো সাধারণ বনজঙ্গলও পড়ে। খনিজ তোলার নামে সেসব ধ্বংস করা মানে আরও বড় ক্ষতি।

অভিজিৎ।। সে তো বটেই। *(উত্তেজিত কণ্ঠে)* এই যে এই লাইনটা বন্ধ হয়ে যাবে কাল থেকে। এতে তো কত লোক অসুবিধেয় পড়বে। রেলের কত লস হবে। কত ট্রেন বাতিল করা হবে...

তরুণ।। তাই তো শুনছি। রেলের প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা খসে যাবে। আমেদাবাদ এক্সপ্রেস বন্ধই হয়ে গেল।

অভিজিৎ।। তবেই ভাবুন। কয়লা তুলে যা লাভ হল, তার সমস্তটাই জলে গেল।

তরুণ।। সেটা যাতে না হয়, সেটুকু দেখাই সাসটেনেবল মাইনিং-এর কাজ। টার্মটা একেবারেই নতুন, এদেশে খুব একটা কেউ শোনেনি, কিন্তু বিলেত-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় এটা বেশ চলে। সেখানে খনিজ তোলার নিয়মকানুন অত্যন্ত কড়া। পরিবেশের যাতে ক্ষতি না হয়, দূষণ যাতে না ছড়ায়, খনিজ তুলতে গিয়ে যাতে স্থানীয় অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি না হয়, সেগুলো দেখে তারা। এদেশে এটাই জোরদারভাবে আইন করে থামানো দরকার। নইলে ভাবো না, হাওড়া-দিল্লি রুটে পূর্ব রেলের যে ব্যস্ততম লাইন, গ্র্যান্ড কর্ড, সেটাই আজকে নজিরবিহীন সঙ্কটের সামনে।

অভিজিৎ।। তাই নাকি?

তরুণ।। সেরকমই শুনেছি। ইসিএল নাকি পূর্ব রেলকে বলেছে, রেল লাইনের তলার জমি ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, ধ্বসে যেতে পারে। আগুনের হলকা নাকি ওখানেও কোনও কোনও জায়গায় বেরোচ্ছে। ওই লাইন ধ্বসে

যাওয়া মানে বুঝতে পারছো তো? রাজধানী-দুরন্ত সব বন্ধ হয়ে যাবে। নইলে একটা আস্ত ট্রেন তলিয়ে যেতে পারে মাটির নিচে।

অভিজিৎ।। ভয়ানক অবস্থা তো!

তরুণ।। অবশ্যই। এইজন্যই তো আরও বেশি করে সাসটেনেবল মাইনিং আরোপ করা উচিত। যাক গে, আমি এবার উঠি। চন্দ্রপুরা ঢুকছে মনে হয়। দেখি, ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিই। একটু সাইড দাও...

রাজীব।। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো, নিশ্চয়ই। বাই দ্য ওয়ে, আলাপ করে খুব ভাল লাগল। আমি রাজীব দাশগুপ্ত, এরা আমার বন্ধু, অভিজিৎ চক্রবর্তী আর কুণাল বসাক।

তরুণ।। *(হেসে হাত মেলালেন)* আমি জয়ন্ত রায়চৌধুরী। কোল ইন্ডিয়ার ডেপুটি ডিরেকটর। আপাতত চলেছি এই এরিয়া কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, সেসব খতিয়ে দেখতে। আলাপ করে খুবই খুশি হলাম।

সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষ থেকে মানসী মল্লিক